বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোং লিঃ
Bangladesh General Insurance Company Ltd.

প্রধান ও রেজিস্টার্ড কার্যালয় ঃ ৪২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০

৩৫তম ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারবৃন্দের ৩৫তম ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভা ৩১ আষাঢ়, ১৪২৭ বাং মোতাবেক ১৫ জুলাই, ২০২০ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১:৩০ টায় ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কোম্পানির মাননীয় পরিচালক মণ্ডলীর নিম্নোক্ত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন :

১। জনাব তওহিদ সামাদ	**- চেয়ারম্যান।**
২। জনাব সেলিম ভুঁইয়া	**- ভাইস চেয়ারম্যান।**
৩। জনাব মো. শাকিল রিজভী	**- পরিচালক।**
৪। জনাব সোহেল হুমায়ুন	**- পরিচালক।**
৫। জনাব আহমেদ সাইফুদ্দীন চৌধুরী	**- মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ।**

রেজিস্টার অনুযায়ী উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০৭ জন শেয়ারহোল্ডার উপস্থিত ছিলেন। বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করেন কোম্পানির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব তওহিদ সামাদ। সভার শুরুতে কোম্পানির সেক্রেটারি জনাব সাইফুদ্দীন আহমেদ উপস্থিত সবাইকে সালাম ও স্বাগত জানান। তারপর তিনি বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশই কোভিড-১৯ মহামারিতে বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় BSEC তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী ডিজিটাল প্লাটফর্মে ভার্চুয়াল এজিএম করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী আমরা আজকের এ ৩৫তম ভার্চুয়াল বার্ষিক সাধারণ সভা শুরু করতে যাচ্ছি। অতঃপর তিনি সম্মানিত শেয়ারহোল্ডারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে আনুষ্ঠানিকভাবে সভা আরম্ভ করেন। অতঃপর বিজিআইসির কর্মরত কর্মকর্তা মাওলানা আব্দুল হালিম পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত ও তরজমা করেন। কোরআন তেলাওয়াত শেষে বিজিআইসি পরিবারের প্রয়াত সদস্য ও সদস্যা ও বিজিআইসির প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এম এ সামাদ এবং তাঁর সহধর্মিণী, ঢাকা লেডিস ক্লাবের দুই যুগেরও অধিক সময়ের সাবেক সভানেত্রী প্রয়াত বেগম ফওজিয়া সামাদ, সদ্য প্রয়াত ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইরেক্টর জনাব আফতাব আলম ও বর্তমান চেয়ারম্যান তওহিদ সামাদ স্যারের প্রিয় সহধর্মিণী মিসেস রুখসানা সামাদ-এর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নিরবতা পালন ও দোয়া করা হয়।

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী চেয়ারম্যান মহোদয় সভার কার্যক্রম আরম্ভের অনুমতি প্রদান করলে কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা **জনাব আহমেদ সাইফুদ্দীন চৌধুরী** শেয়ারহোল্ডারদের উদ্দেশে ৩৫তম বার্ষিক সধারণ সভার উপর স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন। তিনি তার বক্তব্যের শুরুতে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-এর পক্ষ থেকে সবাই শেয়ারহোল্ডার এবং অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বর্তমান কোভিড-১৯ এর জন্য আমাদেরকে ভার্চুয়ালভাবে ডিজিটাল প্লাটফর্মে করতে হচ্ছে, যার ফলে আপনাদের সাথে সরাসরি শুভেচ্ছা বিনিময় থেকে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি। তিনি আরো বলেন, মহান আল্লাহ পাকের দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে সুস্থ ও হেফাজতে রাখেন এবং এ বিপর্যস্ত পরিস্থিতি থেকে আমাদের মুক্তি দান করেন। তিনি বলেন, আজকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি প্রয়াত চেয়ারম্যান এম এ সামাদ সাহেবকে। যার প্রচেষ্টায় এ বিজিআইসিতে বর্তমানে কর্মরত আছেন প্রায় ৫৫০ জন

কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাদের ভাগ্য ও সংসার এ বিজিআইসির উপর নির্ভর করছে। আমরা প্রয়াত চেয়ারম্যান এম এ সামাদ-এর রুহের মাগফেরাত কমনা করি এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেস্ত নসিব করেন । বিজিআইসি তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করে ২৯ জুলাই, ১৯৮৫ সালে এবং হাঁটি হাঁটি পা পা করে তিন যুগে পদার্পণ করেছে। বিজিআইসি ধীরে ধীরে ব্যবসায়িক উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস করি বিজিআইসি আগামীতে আরো উন্নত হবে। তার জন্য আপনাদের প্রচেষ্টা ও নতুন নতুন ধারণার প্রয়োজন।

অতঃপর তিনি কোম্পানির ২০১৯ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের কিছু হাইলাইটস্ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, এই বছর গ্রস প্রিমিয়াম হয়েছে ৭০.৫৮ কোটি টাকা, রি-ইন্সুরেন্স প্রিমিয়াম ২৫.৩৪ কোটি টাকা, নিট প্রিমিয়াম ৪৫.২৪ কোটি টাকা। মোট ইনকাম ৫৬.১৩ কোটি টাকা, ব্যবস্থাপনা ব্যয় ৪৫.৩৯ কোটি টাকা, অতিরিক্ত ১৪.৪৯ কোটি টাকা থাকে রিজার্ভ, গ্রাচুইটি, ইনকামট্যাক্স বাদ দিয়ে প্রফিট হয় ৬.১৯ কোটি টাকা– যার উপর ১১% লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে বলে সভায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারবৃন্দকে অবহিত করেন।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, আমি আশাকরি আপনারা আমাদের Financial Statement দেখেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে আমাদের সফলতার কথা নাই বলুন, কিন্তু দুর্বলতার কথাগুলো সাজিয়ে বলার জন্য আমি আহ্বান জানাবো। পরিশেষে শেয়ারহোল্ডারসহ সবার মঙ্গল এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করে তিনি তাঁর স্বাগত বক্তব্য শেষ করেন।

মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাগত বক্তব্য শেষে কোম্পানি সেক্রেটারি, মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের কাছে আজকের বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যক্রম শুরু করার এবং উক্ত সভার এজেন্ডা সমূহ ঘোষণার অনুমতি প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমতিক্রমে ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার এজেন্ডা সমূহ এক এক করে পাঠ করেন।

আলোচ্য বিষয় নং-১ :

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের কার্যক্রমের উপর কোম্পানির চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দের প্রতিবেদন, উক্ত বছরের নিরীক্ষকের প্রতিবেদন এবং নিরীক্ষিত হিসাব গ্রহণ, বিবেচনা ও অনুমোদন এবং পরিচালকমণ্ডলীর সুপারিশ অনুযায়ী ২০১৯ সালের লভ্যাংশ হিসাবে নগদ ১১% প্রস্তাব অনুমোদন।

(২) **মো. মনিরুজ্জামান : বিও নং–১২০১৭৭০০০৭৬৮২৬৯৫।** তিনি আলোচনার শুরুতে চেয়ারম্যান সাহেবসহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, আমরা ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে আমরা এজিএম করছি। অনেকের সাথে আমিও বলছি যতগুলো ইনসিওরেন্স কোম্পানির এজিএম হয়েছে সবচাইতে Best AGM হয়েছে আমাদের BGIC-এর AGM । আমাদের Paid-Up-Capital এ বছর ৫৪ কোটি টাকা হয়েছে। গত বছর একই ছিল। আমি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা স্যারকে ধন্যবাদ জানাই যে, Paid-Up-Capital এ বছরে না বাড়িয়ে একই রেখেছেন আমিও একমত। তিনি বলেন, এ বছর আমাদের ৬ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা রিটার্ন আর্নিং-এ দাঁড়িয়েছে। আমরা মোটামুটি ভাল পজিশনে আছি। আমাদের এফডিআর-এ ৫৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা হয়েছে। গত বছর ছিল ৪৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা। তিনি চেয়ারম্যান স্যারকে বলেন, আমাদের এমডি সাহেব একটা বড় কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছে। সেটা আমরা জানি, সেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম ডিপোজিট গত বছর যেখানে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ছিল সেটা কমিয়ে এবার ৫৮ লক্ষ টাকায় নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ গত বছর থেকে এ বছর আমরা প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম ডিপোজিট কমিয়েছি। যেটা আমরা পলিসিতে নিয়ে এসে ক্যাশে চলে এসেছে যেটার উপর আমরা পেমেন্ট পেয়েছি। তিনি বলেন, underwriting profit হয়েছে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ যা গত বছর ছিল ২ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা যা আমাদের প্রায় ৯০ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বছর থেকে ৬১.৭১% বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ম্যানেজমেন্ট কস্ট কিছুটা বাড়লেও সে জায়গাতে আমাদের বড় সফলতা হচ্ছে আমাদের মোট কর্মকর্তা কর্মচারী প্রায় ৫৯১ জন যেটা আমি বলব যে, নন লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে এত লোক কখনো আমি দেখিনি। এটা আমাদের তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার একটি অংশ। তিনি চেয়ারম্যান স্যারের মাধ্যমে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে জানতে চান যে, Fire Insurance এবং Marine Insurance-এ এত দুর্বলতা কেন হলো। তার পর তিনি Motor এবং Miscellaneous

Insurance-এর সফলতা নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, এ পরিস্থিতিতে আমাদের ডিভিডেন্ট-এর হার cash Dividend ১১ শতাংশ যা আমাদের বড় সফলতা।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয় নং-১ উপস্থাপন করা হলে সভায় উপস্থিত সবাই একযোগে হাত তুলে বিষয়টির অনুমোদন ঘোষণা করেন। এ পর্যায়ে এর প্রস্তাবনায় এবং **জনাব মো. জানে আলম (বিও নং -১২০১৭১০০৪৫১২৯২)** এর সমর্থনে সভায় চেয়ারম্যান ও পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদন ও নিরীক্ষকদের প্রতিবেদনসহ ২০১৯ ইং সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাব এবং ২০১৯ ইং সালের জন্য পরিচালকমণ্ডলীর সুপারিশকৃত নগদ ১১% লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয় নং-২ : পরিচালক নির্বাচন :

কোম্পানির আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন-এর ৯৬ ও ৯৭ ধারা মোতাবেক ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণকারী উদ্যোক্তা পরিচালক **জনাব তওহিদ সামাদ** পূর্বপদে পুনরায় নির্বাচনের যোগ্য বিদায় পূর্ব পদে নির্বাচিত হন। প্রটোকল অনুযায়ী পাবলিক শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর নিতে হয়, সে হিসাবে জনাব **মো. শাকিল রিজভী** পূর্ব পদে পুনঃনিয়োগের জন্য আবেদন করেন এবং নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও প্রীমা ইমাম পাবলিক ডাইরেক্টর হওয়ার জন্য আবেদন করেন এবং তিনি পাবলিক শেয়ার হোল্ডার ডাইরেক্টর হিসেবে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

এ পর্যায়ে **জনাব মো. হাছান সাহারিয়ার আলম (বিও নং - ১২০২১৪০০১৬১৯৭১১০)** এর প্রস্তাবনায় **জনাব সৈয়দ হাবিব হায়দার (বাবু) (বিও নং-১২০১৯৫২০৫৮৫৯৮২১৬)** এর সমর্থনক্রমে অবসর গ্রহণকারী ও নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত নিম্নোক্ত ০৩ (তিন) জন পরিচালক নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন :

১। জনাব তওহিদ সামাদ
২। জনাব মো. শাকিল রিজভী
৩। প্রীমা ইমাম

আলোচ্য বিষয় নং-৩ : নিরীক্ষক নিয়োগ ও তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ :

নিরীক্ষক হিসেবে মেসার্স মাহাফেল হক এন্ড কোম্পানি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে নিয়োগদানের প্রস্তাব করা হলে, নিরীক্ষক হিসেবে অন্য কোন প্রস্তাব না থাকায় উপস্থিত শেয়ারহোল্ডারগণ মেসার্স মাহাফেল হক এন্ড কোম্পানি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দানের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। অতঃপর **জনাব জুবায়ের ইসলাম (বিও নং-১২০২৪৯০০১০৫৯৪১১০)** প্রস্তাব করলে এবং **জনাব খাইরুল আমিন (বিও নং-১২০২১৬০০০৬৩৪৯০১০)** এর সমর্থনে সভায় মেসার্স মাহাফেল এন্ড কোম্পানি, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস ফার্মকে কোম্পানির পরবর্তী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অত্র কোম্পানির নিরীক্ষক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। নিয়োজিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস প্রতিষ্ঠানের জন্য বার্ষিক ৳ ৪,০০,০০০.০০ (চার লক্ষ) টাকা মাত্র পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়।

উপরে উল্লেখিত এজেন্ডার পরেও আরও দুটি এজেন্ডা সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থাপন করা হয় তা হলো ঃ-

ক) কোম্পানির বর্তমান মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জনাব আহমেদ সাইফুদ্দীন চৌধুরীর** ২য় মেয়াদ আগামী ৩১ জুলাই ২০১৯ইং তারিখে শেষ হওয়ায় ১ আগস্ট ২০১৯ইং বীমা আইন ২০১০ অনুযায়ী তিন বছরের জন্য তাকে ৩য় মেয়াদে পুনঃনিয়োগের বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদের ১৭৭তম সভায় গৃহীত হয় এবং ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে এ পর্যায়ে **মো. হাছান সাহরিয়ার** বিওঃ ১২০২১৪০০১৬১৯৭১১০-এর প্রস্তাবনায় **জনাব মোবারেক হোসাইন** বিওঃ ১২০২৫৩০০১৯৮১৫১২২ এর সমর্থন ক্রমে মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে জনাব আহমদ সাইফুদ্দীন চৌধুরীর নিয়োগ অনুমোদন করা হয়।

খ) বাংলাদেশ সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কর্পোরেট গভারনেস কোড ৩ জুন অনুযায়ী ২০১৯ সালের জন্য কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসেবে মেসার্স আহম্মেদ জাকির এন্ড কোম্পানি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস প্রতিষ্ঠানকে তাদের পারিশ্রমিক বাবদ ৫০,০০০ টাকায় নিয়োগের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে

এই বিষয়ে, **জনাব মো. ইকবাল** বিওঃ ১২০৩২৮০০১৩৪২২৯২৩-এর প্রস্তাবনায় **জনাব মুঞ্জুরুল হাসান** বিওঃ ১২০১৯৬০০৬১৫৮০১৯-এর সমর্থন ক্রমে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ অনুমোদন করা হয়।

অতঃপর সভার সভাপতি জনাব তওহিদ সামাদ তার বক্তব্যের শুরুতে সভায় উপস্থিত বিজিআইসি পরিবারের পরিচালকবৃন্দ, শেয়ার হোল্ডারসহ সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানান।

তিনি বলেন, এ করোনা মহামারিতে আমরা সবাই এ রকম একটি প্লাটফর্মে একত্রিত হতে পেরে আনন্দিত। পরে তিনি মাননীয় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার এ বছরের ব্যালেন্স শীটের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলেন, এ বছর মাননীয় মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা স্যার ও তার টিম যে সফলতা অর্জন করেছে তাতে তিনি সন্তুষ্ট। তিনি আশা করেন আগামীতে কোম্পানি আরো ভালো করবে। তিনি বর্তমান এ করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সকল নিয়ম কানুন মেনে চলার জন্য সকল শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ জানান। অতঃপর তিনি বিজিআইসি-এর সকল ডাইরেক্টরকে শেয়ার হোল্ডারদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে সবাইকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। এরপর তিনি বিজিআইসিসহ সবার জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন এবং সবার সুস্থতা কামনা করে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

ডাইরেক্টরদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে মিসেস প্রীমা ইমাম তার বক্তব্যের শুরুতে চেয়ারম্যান মহোদয়সহ বিজিআইসির সকল কর্মকর্তা কর্মচারি ও সকল শেয়ারহোল্ডারকে ধন্যবাদ দেন। তিনি বিজিআইসির ডাইরেক্টর নির্বাচিত হওয়ায় সবার প্রতি ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর জনাব মো. শাকিল রিজভী তার বক্তব্যে, এ মহামারি অবস্থায় এজিএম করতে পারায় মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের চেয়ারম্যান স্যার অনেক দক্ষতার সাথে এই বিজিআইসি পরিচালনা করছেন যার ফলে আমরা আমাদের এ কোম্পানি আরো শক্তিশালী ইনসিওরেন্স কোম্পানিতে পরিণত হবে।

জনাব মো. শাকিল রিজভীর বক্তব্যের পরে কোম্পানির ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সেলিম ভুঁইয়া তার বক্তব্যের শুরুতে চেয়ারম্যান ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিজিআইসির সকল কর্মকর্তা-কর্মচারি ও সকল শেয়ারহোল্ডারকে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন, এ করোনার মাঝে আমরা এমন একটা প্লাটফর্মে সবাই একত্রিত হতে পেরেছি এটা আমাদের সবচেয়ে বড় একটা সুযোগ এবং এর মাধ্যমে সবার কুশল বিনিময় করার সুযোগ পাচ্ছি যার ফলে কোম্পানির অনেক উপকার হচ্ছে। তিনি আগামী বছর আবার যেন সবাই এক সাথে পূর্বের মত এজিএম করতে পারি সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর পরিচালক জনাব সোহেল হুমায়ুন তার বক্তব্যে সবাইকে সালাম জানিয়ে বলেন, করোনা ভাইরাসের এ মহামারিতে আমরা আমাদের আত্মীয় স্বজন অনেককে হারিয়েছি। এ অবস্থায় এমন একটি প্লাটফর্মে সবাই একত্রিত হতে পেরে তিনি মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সবার সুস্থতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

পরিশেষে, কোম্পানির মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আহমেদ সাইফুদ্দীন চৌধুরী উপস্থিত শেয়ারহোল্ডার, বোর্ড অব ডাইরেক্টর এবং বিজিআইসির সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে ধন্যবাদ জনিয়ে কোম্পানির ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তওহিদ সামাদ
সভাপতি